JAN. 25 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ভোরের কাগজ

# নকল ঠেকাতে আরো মনোযোগী হোন : শিক্ষকদেরকে খালেদা জিয়া

## বেসরকারি শিক্ষকদের পেনশন স্কিম পুনরায় চালুর ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দেশে শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের আরো মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম)-এ জাতীয় শিক্ষক দিবস ঘোষণা এবং ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার উদ্বোধন উপলক্ষে শিক্ষকদের এক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণদানকালে খালেদা জিয়া বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য পুনরায় পেনশন স্কিম চালু করার ঘোষণাও দেন। - বাসস।

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের পেনশন সুবিধা পুনরায় চালু করা সম্পর্কে খালেদা জিয়ার এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ২০০০ সালের ২ জুন ঢাকায় তাদের প্রতিনিধি সম্মেলনে তার দেওয়া আশ্বাস পূরণ হলো।

বিএনপির বিগত শাসনামলে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকার ১৯৯১ সালে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের পেনশন প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে জাতীয় বাজেটে ২৯ কোটি টাকা এবং ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময় আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে।

নতুন সরকারের প্রথম ১০০ দিনের কর্মসূচিতে ৬টি বিভাগীয় সদরে ল্যাঙ্গুয়েজ

## নকল ঠেকাতে আরো মনোযোগী হোন

● প্রথম পাতার পর

সেন্টার উদ্বোধন হচ্ছে তারই অংশ। এই কেন্দ্র ইংরেজি ও আরবিসহ বিভিন্ন বিদেশী ভাষার ওপর ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করবে।

শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, শিক্ষা সচিব এম শহীদুল আলম, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরিদপ্তরের মহাপরিচালক আবদুর রশীদও বক্তৃতা করেন।

শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের প্রতি কেবল ডিগ্রি লাভ নয় বরং প্রকৃত শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানান।

খালেদা জিয়া তাদের প্রতি পরীক্ষায় নকল রোধ করার আহ্বান জানান। বিগত বছরগুলোতে পরীক্ষায় হলে অবাধ নকলের যে অভিযোগ উঠেছে, অভিভাবক ও সমাজের সচেতন জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে তিনি তা প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান।

প্রাথমিক পর্যায়ের সকল ছাত্রের জন্য মাসিক বৃত্তি, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা এবং দরিদ্র মেধাবী ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদানে সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার আরো আধুনিকায়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতির সফল বাস্তবায়নে তাদের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। তিনি বলেন, এ কথা স্মরণে রেখেই জাতীয় শিক্ষক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতি বছর এ দিনে ছাত্ররা তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা জানাবে, সরকার পদক/পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের সম্মানিত করবে এবং অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষকরা যৌথভাবে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করবেন ও তা সমাধানের উপায় বের করবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণের জন্য ফিডার পদে ৪ বছর অভিজ্ঞতার পরিবর্তে ২ বছর অভিজ্ঞতা বিবেচনা করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি পর্যায়ক্রমে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সকল সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে পেনশন এবং কল্যাণ ট্রাস্টের অনুদানও বিতরণ করেন।

তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় অন্য বেশ কয়েকজন শিক্ষাবিদকে স্বর্ণপদক প্রদান করেন। পদক বিজয়ীরা হচ্ছেন- জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (মরণোত্তর), জাতীয় অধ্যাপক আলী আহসান, ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, ড. আবদুল মান্নান (মরণোত্তর), অধ্যক্ষ মাহমুদ মোকাররম হোসেন (মরণোত্তর), এ এফ এম খলিলুর রহমান, অধ্যাপক আবদুল লতিফ, মোঃ আবদুল হাই (মরণোত্তর), অধ্যাপক কাজী শাহাদাত হোসেন এবং এম শহীদুল্লাহ (মরণোত্তর)।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, এমপি এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিবদ্বয় উপস্থিত ছিলেন।